কোটচাঁদপুরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় প্রতিবন্ধী যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহেরে কোটচাঁদপুরে ইট ভাটার একটি ট্রাক্টরের ধাক্কায় রোহান (১৮) নামে এক প্রতিবন্ধী যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (৬জুলাই) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সাফদারপুর মকসেদ মোড়ে এই দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত রোহান সাফদারপুর ইউনিয়নের লক্ষিকুন্ড গ্রামের (খাঁন পাড়ার) ফসিয়ারের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার সকালে প্রতিবন্ধী রোহান বাড়ি থেকে পায়ে হেটে সাফদারপুর বাজারে আসছিলেন। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা (মকসেদ মোড়ের) রিপন ব্রীক্সসের একটি ট্রাক্টর বেপরোয়া গতিতে ঘটনাস্থলে পৌছে প্রতিবন্ধী ওই যুবককে সজোরে ধাক্কা দেয়। দূর্ঘটনায় ট্রাক্টরের চাকায় প্রতিবন্ধী যুবকের শরীর পিষ্ট হয়ে যায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

এব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলম জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

বিএসএমএমইউতে ৩৭০ শয্যার করোনা সেন্টার চালু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ৩৭০ শয্যার অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে যারা কিডনি, হার্টসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভোগার পাশাপাশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তারা এখানে পাবেন উন্নতমানের চিকিত্সা সেবা। বিএসএমএমইউয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. রফিকুল আলমের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও রেসপিরেটরি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমন্বয়ে গঠিত টিম সেবা প্রদানে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে এই করোনা সেন্টারে।

৩৭০ শয্যার মধ্যে ‘কেবিন ব্লকে’ শয্যার সংখ্যা ২৫০টি এবং ‘বেতার ভবনে’ শয্যার সংখ্যা ১২০টি। ‘কেবিন ব্লকে’ এর মধ্যে ইমার্জেন্সি রোগীদের জন্য রয়েছে ২৪টি শয্যা এবং আইসিইউ শয্যাসংখ্যা হলো ১৬টি। করোনা স্বাস্থ্যসেবায় কেবিন ব্লকে ‘সেন্ট্রাল অক্সিজেন প্ল্যান্ট’ স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া রোগীদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলা, নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটর, যেমন- সি-প্যাপ, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি শয্যায় রয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপোর্টসহ অন্যান্য চিকিত্সা সুবিধা। মূলত গুরুতর অসুস্থ রোগীরাই এখানে ভর্তি হবেন। অন্যদিকে বেতার ভবনের ১২০ শয্যায় ভর্তি হবেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মডারেট রোগীরা। ৩৭০ শয্যার মধ্যে ১২০ আইসোলেশন বেড রয়েছে। বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে শনিবার থেকে রোগী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্রতিদিন তিনটি শিফটে ৬০ চিকিত্সক, ১০০ জন নার্স এবং সংশ্লিষ্ট প্যারামেডিক্স, ওয়ার্ডবয়, এমএলএসএসসহ শতাধিক স্বাস্থ্যকর্মীসহ মোট ২৬০ জন জনবলের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী টিম রোগীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। করোনা সেন্টারে এই চিকিত্সাসেবা প্রদান ও রোগী ভর্তি কার্যক্রম ২৪ ঘণ্টাই চালু থাকবে।

দেশে বর্তমানে চিকিত্সায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। দেশের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে আইপিজিএমআরকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। সেখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এমডি, এমএস, এমফিল ইত্যাদি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান শুরু হয়। তাই যেকোনো জটিল রোগীরা এখানে সুচিকিত্সা পাবেন।

এ কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেয়েছিলেন বিএসএমএমইউয়ে করোনা সেন্টার চালু হোক। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করোনা সেন্টার চালু করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া জানান, বিএসএমএমইউয়ের করোনা সেন্টারে রোগীরা সুচিকিত্সা পাবেন। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে টিম গঠন করা হয়েছে। যাদের মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের প্রয়োজন হবে তাদের জন্য এই বোর্ড গঠন করা হবে। আর করোনা রোগীদের জন্য বাড়তি কোনো খরচ নির্ধারণ করা হয়নি। সাধারণ ও গরীব রোগীদের জন্য আগের নিয়ম বহাল থাকবে।

সূত্র- ইত্তেফাক

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রতিদিন আমলকির রস

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আমলকির ওজন কমানোর পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দারুণ। বিভিন্ন গবেষণায় জানা গেছে, এই ফলে থাকা বিশেষ কিছু অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ক্যান্সারের মতো মারণ অসুখকেও দূরে রাখতে সাহায্য করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অব্যর্থ এই ফল।

রোজ সকালে কাঁচা আমলকি চিবিয়ে খেতে পারেন। তবে এই ফলের রস রোজ একটু করে খেলেই পাবেন উপকার। লো ক্যালরি, লো ফ্যাটের কারণে এই ফলের রস যদি ডায়েটে রাখা যায়, এর চেয়ে ভাল কিছু হতেই পারে না।

ফলের রস নিজেই বাড়িতে করে নিতে হবে। সকালের দিকে এই ফলের রস খালি পেটে খেলে শারীরবৃত্তীয় কারণেই উপকার বেশি হবে। বাড়বে হজমশক্তি।

এক কাপের একটু বেশি পরিমাণে আমলকির রস পানে রোজের জন্য জরুরি ৪৬ শতাংশ ভিটামিন সি-র প্রয়োজন মিটবে। এতে রয়েছে তামাও। এই দু’টিই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে।

রক্ত পরিষ্কার করতে সাহায্য করে আমলকির রস। ভিটামিন সি-র ঘাটতিও মেটাবে আমলকির রস। তবে ট্যাবলেট আকারে নয়। প্রাকৃতিকভাবে অর্থাৎ ফলের রস হিসেবে খেতে হবে। এ ছাড়াও আমলকির রস পানে ত্বক ভাল থাকে। ভাল থাকে চুলও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

তেজপাতার ৫ ঔষধি গুণ

বিরিয়ানি হোক কিংবা পোলাও, তাতে অবশ্যই তেজপাতার ছোয়া থাকতে হবে। তেজপাতা ছাড়া রান্নার কথা চিন্তা করাই মুশকিল। শুধু রান্নায় নয়, তেজপাতা আরও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। খাবার স্বাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঔষধি গুণ থাকার কারণেও তেজপাতা কদর রয়েছে বিশ্বের বহু দেশে।

জেনে নিন তেজপাতা কোন কোন রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

১. ঠান্ডা-কাশিতে
ঠান্ডাজনিত যেকোনো রোগ, ফ্লু ও অন্যান্য সংক্রমণ রোধে লড়াই করে তেজপাতা। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হলে, পানিতে দু-তিনটি তেজপাতা দিয়ে ১০ মিনিট গরম করুন। এই পানিতে ভেজানো একটি কাপড় বুকের ওপর রাখুন। ফ্লু, ঠান্ডা ও কাশি থেকে আরাম পাওয়া যাবে। জ্বর সারাতেও সহায়তা করে তেজপাতা।
২. বদহজমে
তেজপাতা হজমক্রিয়া বাড়াতে সহায়তা করে। হজমক্রিয়ায় সমস্যা থাকলে তা সারিয়ে তোলে। বুক জ্বালাপোড়া, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য হলে তেজপাতা দিয়ে গরম করা এক গ্লাস পানি পান করুন। স্বস্তি পাবেন।

৩. ডায়াবেটিসে
টাইপ-২ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় তেজপাতার কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তেজপাতায় রক্তে শর্করা বা চিনি, কোলেস্টেরল কমাতে ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমাতে সহায়তা করে। সর্বোচ্চ ফল পেতে তেজপাতা গুঁড়ো করে টানা এক মাস খেতে পারেন। তেজপাতায় থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি

হৃৎপিণ্ডের কার্যক্রম ভালো রাখে।

৪. ব্যথা উপশমে
তেজপাতার তেল বাতের ব্যথা, মচকানো, কোনো কিছুর চাপ লেগে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বা যেকোনো সাধারণ বা দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা উপশম করে। মাইগ্রেন ও মাথাব্যথায় কপালি তেজপাতার তেল মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়।

৫. হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক রোধে
তেজপাতায় এমন সব ভেষজ উপাদান আছে, যা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের মতো রোগ প্রতিরোধ হৃদযন্ত্রকে রাখে নিরাপদ। বাড়ায় হৃদযন্ত্রের কার্যক্ষমতা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাঈনুদ্দিন করোনায় আক্রান্ত

কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত। তিনি এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মাঈনুদ্দিনের ছোট ভাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের রেজিস্ট্রার ফরহাদ উদ্দিন চৌধুরী মারুফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মাঈনুদ্দিনের শরীরে করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে গত ২ জুলাই তিনি নমুনা দেন পরীক্ষার জন্য। ওই দিনই তার রিপোর্টে পজিটিভ আসে। সেই সঙ্গে সিটিস্ক্যান করলে তার ফুসফুসে নিউমোনিয়া ধরা পড়ে।

তার অক্সিজেন লেভেল স্বাভাবিক রয়েছে জানিয়ে ফরহাদ উদ্দিন চৌধুরী মারুফ বলেন, বড় ভাইয়ের শরীরে করোনাভাইরাসের উপসর্গ দেখা দিলে নমুনা পরীক্ষায় পজিটিভ আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, মাঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী ১৯৯২ থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৪ সাতকানিয়া-লোহাগাড়া আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়েছিলেন মাঈনুদ্দীন চৌধুরী। সূত্র- যুগান্তর

বিশ্বে সর্বাধিক করোনা আক্রান্তের তালিকায় তিনে ভারত

করোনাভাইরাসে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় রাশিয়াকে পেছনে ফেলে এবার তিন নম্বরে উঠে এলো ভারত।

দেশটিতে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৯০ হাজার ৩৯৬ জন। আর রাশিয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৮০ হাজার ২৮৩ জন।

এর ফলে গতকাল রোববারই রাশিয়াকে টপকে যায় ভারত। এখন দেশটির আগে শুধু রয়েছে আমেরিকা ও ব্রাজিল।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও আমেরিকার জনস হপকিংস বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টের বরাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সংবাদমাধ্যম এই সময়।

খবরে বলা হয়, বর্তমানে বিশ্বে সর্বাধিক করোনা আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে প্রায় ২৮ লাখেরও বেশি মানুষ কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। সেখানে আক্রান্ত প্রায় ১৫ লাখেরও বেশি মানুষ। এতদিন তৃতীয় অবস্থানে ছিল রাশিয়া। তবে রোববারের রেকর্ড বৃদ্ধিতে রাশিয়াকে সরিয়ে সেই স্থান দখল করল ভারত।

ভারতে গত দুদিন ধরেই ২২-২৪ হাজার ছুঁয়ে ফেলছিল একদিনে আক্রান্তের সংখ্যা। যার জেরে দেশটিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে করোনা

আক্রান্তের সংখ্যা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুসারে রোববার সেই সংখ্যা পৌঁছে যায় ২৪ হাজার ৮৫০ জনে। যা ২৪ ঘণ্টার আক্রান্তের হিসাবে রেকর্ড।

শনিবারের হিসাব অনুযায়ী, এক দিনে ২২ হাজার ৭৭১ জনের দেহে নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়ায় পুরনো সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছিল।

পরদিন রোববার সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ে আরও অনেক বেশি। এ নিয়ে পর পর তিন দিন বিশ হাজারেরও বেশি নতুন করে আক্রান্ত হয়।

তবে মন্ত্রণালয়ের দাবি, সুস্থতার হার বাড়ছে। এখন পর্যন্ত দেশটিতে সুস্থ হয়েছেন চার লাখের বেশি মানুষ। সূত্র- যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গায় নতুন ১৭ জনের করোনা সনাক্ত

গত ২৪ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় নতুন করে আরও ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৫৬ জনে। এরমধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪৭ জন ও মারা গেছেন ৩ জন। রবিবার রাতে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান এসব বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

সিভিল সার্জন জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাব থেকে ৬৪ জনের নমুনার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ১৭ জনের করোনা সনাক্ত হয়েছে।

আক্রান্তদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার এতিমখানা সড়কের তিনজন ও পাসপোর্ট অফিসের একজন, আলমডাঙ্গা উপজেলার রাধিকাগঞ্জ গ্রামের দুইজন, এরশাদপুরের দুইজন, শেখপাড়ার একজন, আশাননগরের একজন ও উদয়পুরের একজন এবং দামুড়হুদা উপজেলার এক স্বাস্থ্যকর্মী, দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরের দুইজন, কেরু বাজার মাঠপাড়ার দুইজন ও কেরু কর্পোরেশন লাইনের একজন রয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ চুয়াডাঙ্গায় প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন ইতালি ফেরত এক যুবক। তার বাড়ি আলমডাঙ্গায়। রবিবার পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গায় ১৯ জন প্রাতিষ্ঠানিক ও ৮৫ জন হোম আইসোলেশনে আছেন।

আলমডাঙ্গায় নতুন ৭ জন করোনা আক্রান্ত, সকলেই স্থানীয়

আলমডাঙ্গায় আরও ৭ জনের শরীরে করোনভাইরাস সনাক্ত হয়েছে। গতকাল রবিবার রাতে এদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট ৬৪ জন করোনা রোগী সনাক্ত হল। সুস্থ্য হয়েছেন মোট ৩৯ জন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ক‘দিন আগে ১৩ জনের নমুনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। রবিবার রাতে ১৩ জনের মধ্যে ৭ জনের রেজাল্ট পজিটিভ আসে।

জানা গেছে, নতুন আক্রান্তরা হলেন পৌরসভার এরশাদপুর গ্রামের ২ জন, আসাননগর গ্রামের ২ জন, পৌরসভার পশুহাট এলাকার ১ জন, হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়ার ১ জন ও একই ইউনিয়নের উদয়পুর গ্রামের ১ জন। আক্রান্তরা কেউ ঢাকা, নারায়ানগঞ্জ, গাজিপুর বা চট্টগ্রাম থেকে আসেননি। তারা সবাই স্থানীয় বলে জানা গেছে। আক্রান্তরা হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের হাফেজ উদ্দিন মালিথার ছেলে মনিরুজ্জামান টুকুলও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি কুষ্টিয়ায় ফায়ার সার্ভিসে ফায়ারম্যান পদে কর্মরত রয়েছে।

সুত্র জানায়, কদিন আগে টুকুল জ্বর-সর্দ্দি নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে বেলগাছি গ্রামের বাড়িতে আসেন। অবস্থা খারাপ হলে তিনি আবার কুষ্টিয়ায় চলে যান। সেখানে গিয়ে করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

রয়েছে।

এদিকে, টুকুল চলে যাওয়ার পর তার চার বছরের মেয়ে জ্বরে পড়েছেন। তার মধ্যেও করোনা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তবে তার বাড়ির কেউ কোয়ারেন্টিন মানছেন না বলে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেছেন।

কুষ্টিয়ায় নতুন আক্রান্ত ৩৮, মোট ৭৪৬

কুষ্টিয়ায় নতুন করে আরও ৩৮ করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

রবিবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে কুষ্টিয়ার ১৯৩ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে নতুন করে ৩৮ জন করোনা পজিটিভ বলে সনাক্ত করা হয়। এনিয়ে এখন পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় ৭৪৬ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হলো।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ২০ জন, দৌলতপুরে ৪ জন , ভেড়ামারায় ৫ জন, কুমারখালীতে ৭জন ও খোকসা উপজেলায় ২ জন।

সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ছাড় পেয়েছেন ৩৩৭ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩৬২ জন, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৩৪ জন। এ পর্যন্ত জেলায় ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার সারা দেশে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের কর্মবিরতি

বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কয়েক হাজার মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং বেকার মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা মহাখালীর স্বাস্থ্য ভবনে সমবেত হয়ে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছে।

রোববার সকালে তারা এ ধর্মঘট পালন করেন।

এদিকে দাবি আদায় না হলে আগামী বৃহস্পতিবার সরকারি হাসপাতালে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা।

তাদের অভিযোগ, স্বাস্থ্য বিভাগের গাফিলতির কারণে বয়সোত্তীর্ণ বেকার মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের বয়স প্রমার্জনা করে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী আদেশে ২০ হাজার বেকার মেডিকেল টেকনোলজিস্টকে অবিলম্বে নিয়োগ, মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের বেতন স্কেল দশম গ্রেডে উন্নীতকরণ, ডিপ্লোমা মেডিকেল এডুকেশন বোর্ড অবিলম্বে চালুকরণ, স্বেচ্ছাসেবক/অস্থায়ী ভিত্তিতে/ মাস্টাররোল এর মাধ্যমে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পদে নিয়োগ বন্ধকরণ, সুপ্রিমকোর্টের আদেশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ওয়ান আমব্রেলা কনসেপ্ট বাস্তবায়ন এবং কারিগরি সংশ্লিষ্টদের মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষাবোর্ড থেকে পাশ করাদেরকে স্বাস্থ্য বিভাগে নিয়োগ না দেওয়া, অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ১৮৩ জন মেডিকেল টেকনোলজিষ্টের স্থায়ী নিয়োগের সুপারিশের আলোকে ১৪৫ জনের নিয়োগপত্র বাতিল এবং এ অনিয়মের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

তাদের দাবিসমূহঅবিলম্বে বাস্তবায়ন না হলে জরুরি সেবা অব্যাহত রেখে আগামী ৯ জুলাই (বৃহস্পতিবার) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সারাদেশের সব সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে দুই ঘন্টার কর্মবিরতি পালনের কর্মসূচির ঘোষণা দেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগ মেডিকেল টেকনোলজিস্টদেরকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করছে না এমনকি অনেকাংশে তাদের কাজেরও স্বীকৃতি প্রদান করছে না।
এক যুগেও মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ না

করায় ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মেডিকেল টেকনোলজিস্টের চাকরিতে প্রবেশের বয়স চলে গেছে।

মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের সমস্যার সমাধানে কর্তৃপক্ষ কখনোই আন্তরিক ছিল না বলে তারা অভিযোগ করে বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগ মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগবিধি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পদে অযোগ্যদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, স্বাস্থ্য অধিদফতরের উদাসীনতার কারণে হাসপাতালে কর্মরত মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছেন।

অবস্থান ধর্মঘটে সভাপতিত্ব করেন বিএমটিএ’র সভাপতি মোঃ আলমাছ আলী খান। বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোশাররফ হোসেন খান, জহিরুল ইসলাম সরকার, সেলিম মোল্লা, আব্দুর রব, আওলাদ হোসেন খান, মহব্বত হোসেন খান, সমীর কুমার বেপারী, জাহিদুল ইসলাম শাহিন, শফিকুল ইসলাম, হেদায়েতুল ইসলাম শিবলী, সিরাজুল ইসলাম, মাহবুব হাসান, শহিদুল ইসলাম, তাহমিনা, ইকরা, রাজিবুল হাসান রাজা প্রমুখ। সূত্র-যুগান্তর